যুগান্তর

তারিখ ... 1 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন ও আইন সংশোধনের সুপারিশ

প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশ আগামীকাল

মুসতাক আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নাম হবে 'ন্যাশনাল অ্যাফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি' বা জাতীয় অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু তাই নয়, এ বিশ্ববিদ্যালয় কোন অনার্স-মাস্টার্স ক্লাস তো চালু করতে পারবেই না, বরং বর্তমানে বিদ্যমান এমফিল-পিএইচডি প্রোগ্রামও বাতিল করতে হবে। এর পরিবর্তে তারা কেবল সারাদেশে অনার্স ও পাস ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজগুলোর তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবে। আর এ কাজ সম্পাদনের জন্য তারা বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করবে। বিরাজমান অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে অভ্যন্তরীণভাবে একে শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া বাস্তব প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়টির আইন সংশোধন করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙার লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটি এসব সুপারিশ করছে। কমিটি আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করবে।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র সোমবার আরও জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে 'সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স' বা গবেষণার উচ্চতর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান অবস্থায় এ ধরনের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ জন্য সুপারিশমালায় আলাদাভাবে বিষয়টি বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির আহ্বায়ক ও ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, যে সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়েছে তা ৯৭ সালের শামসুল হক কমিশন এবং ১৯৭৩ সালের ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশনের আলোকে প্রণীত। তারা সমগ্র বিষয়টিকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চিন্তা-ভাবনার আলোকে ও তাদের মতামতকে সম্পৃক্ত করে চূড়ান্ত করেছেন বলে জানান। বিশেষজ্ঞ কমিটি গত পাঁচ মাসব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ে

নাম : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

নাম : বিশ্ববিদ্যালয়ের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মতামত গ্রহণ ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করেছে। ২৫ মার্চ সরকারি এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে গঠিত ১১ সদস্যের এ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির ৫টি কাজ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল ওই প্রজ্ঞাপনে। জানা গেছে, ৯ পৃষ্ঠার মূল সুপারিশ ও সংযুক্তিসহ মোট ৪৩ পৃষ্ঠার নাতিদীর্ঘ সুপারিশমালায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দিয়ে এর কার্যক্রম বিভাগীয় পর্যায়ের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীনে ন্যস্ত করা এবং এখানে সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স হিসেবে একে গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের সুপারিশমালায় বলেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দেয়া বর্তমান বাস্তবতায় সঙ্গত হবে না। সুপারিশে বলা হয়েছে, বিভিন্ন পর্যায়ের ১,৭৬০টি কলেজকে ৬টি বিভাগীয় পর্যায়ের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত না করে ৬টি বা ততোধিক আঞ্চলিক কেন্দ্র মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। আঞ্চলিক কেন্দ্র একজন করে প্রো-ভিসির অধীনে পরিচালিত হবে। এর মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের তদারকি, দুর্নীতি রোধ এবং এর গতিশীলতা ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমানো যেতে পারে।